POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ○ (آل عمران:199)

কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আতিথ্য স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্‌ নিকট আছে, তাহা পুণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

(আলে ইমরান:১৯৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 20

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 মে, 2020 20 রমযান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

এমনটি মনে করে বসো না যে এই সফলতা তোমাদের কোনও যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পরিণাম, বরং মনে করো যে সেই দয়াবান খোদা তোমাদের পরিশ্রমকে ফলপ্রসু করেছেন, যিনি কারোর সত্যিকার পরিশ্রম বিনষ্ট করেন না।

আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে একমাত্র পথ হল মুত্তাকী হয়ে যাওয়া।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৮ খোয়াজা কামালুদ্দিন সাহেব বি.এ-র এল.এল.বি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ এল। ফজরের নামাযের পর হযরত আকদস ইমাম (আ.) বসে থাকলেন এবং নিম্নে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন।

জাগতিক সফলতা ও আনন্দ চিরস্থায়ী নয়।

সফলতা যে প্রকারেরই হোক, তা পাওয়ার সময় মানুষ আনন্দিত হয়। কুরআন করীম থেকে তিন প্রকার আনন্দের কথা জানতে পারা যায়, যেগুলি হল, 'লাহাউ, লাআব' এবং 'তাফাখুর'। 'লাহাউ' বলতে এমন আনন্দ ও তৃপ্তিকে বোঝায় যা লাভ হয় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে। 'লাআব' বলতে বিবাহ ও এই ধরণের আনন্দ এবং 'তাফাখুর' দ্বারা সম্পদ লাভের আনন্দকে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলি হল আনন্দের তিনটি প্রকারভেদ, যেগুলির বাইরে অন্য কোনও আনন্দ নেই। কিন্তু স্মরণ রেখো! সফলতা এবং এই আনন্দগুলি চিরস্থায়ী হয় না, বরং এগুলির প্রতি যদি আসক্ত হও তবে ভীষণ ক্ষতি হবে এবং ক্রমেই এমন সময় উপস্থিত হয় যখন এই আনন্দগুলি তিক্ততায় পর্যবসিত হতে থাকে।

জগতের সফলতা পরীক্ষা থেকে মুক্ত নয়। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লিইয়াবলুয়াকুম' (মুলুক: ৩) অর্থাৎ মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করি। সফলতা ও বিফলতাও জীবন ও মৃত্যুর বিষয়। সফলতা হল এক প্রকার জীবন। কেউ যখন নিজের সফল হওয়ার সংবাদ পায়, তখন সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। আর যদি বিফলতার সংবাদ আসে, তবে জীবিত ব্যক্তিই মৃত প্রায় হয়ে যায়, এমনকি অনেক সময় দুর্বল হৃদয়ের অনেকে মারাও যায়।

একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে সাধারণ জীবন এবং মৃত্যু এক সহজ সরল বিষয়। কিন্তু জাহান্নামী জীবন এবং মৃত্যু ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বিফলতার পর সফল হয়ে আরও সৌভাগ্যবান হয় এবং খোদা তা'লার প্রতি ঈমানে আরও সমৃদ্ধ হয়। সে খোদার বিস্ময় সম্পর্কে প্রণিধান করাকে উপভোগ করে। জাগতিক সফলতা খোদার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে তার আরও সহায়ক হয়। এমন ব্যক্তির জন্য জাগতিক সফলতা প্রকৃত সফলতা লাভের মাধ্যম হয়। (যেটিকে ইসলামের পরিভাষায় 'ফালাহ' বলা হয়।) আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, প্রকৃত সুখ ও আনন্দ জগত এবং জাগতিক বস্তুতে আদৌ নেই। বস্তুত জগতের সমস্ত প্রেক্ষিত দেখার পরও মানুষ প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারে না। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ যে ধনী ও বিত্তবানরা সব সময় হাস্যবদনে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা এমন হয়ে থাকে যেভাবে একজন এগযিমা ঘায়ের রুগী কষ্ট পায়, যা চুলকালে আনন্দ দেয় ঠিকই, কিন্তু ঘায়ের পরিণতি কি হয়? রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়। কাজেই জাগতিক ও ক্ষণস্থায়ী সফলতা নিয়ে এতটা উল্লসিত হয়ো না যে প্রকৃত সফলতা থেকে দূরে সরে যাও। বরং এই সফলতাগুলিকে এমন এক সম্পদ হিসেবে জ্ঞান কর যা তোমাদের খোদাকে চেনার ও জানার পথে সহায়ক হবে। নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংকল্প নিয়ে গর্বিত হয়ো না। এবং এমনটি মনে করে বসো না যে এই সফলতা তোমাদের কোনও যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পরিণাম, বরং মনে করো যে সেই দয়াবান খোদা তোমাদের পরিশ্রমকে ফলপ্রসু করেছেন, যিনি কারোর সত্যিকার পরিশ্রম বিনষ্ট করেন না। তোমরা কি দেখ না যে শত শত ছাত্র প্রায়শ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। তাদের কি কেউ চেষ্টা করে না এবং তারা কি একেবারেই নির্বোধ ও অমনোযোগী? মোটেই না, বরং তাদের মধ্যে অনেক এমন মেধাবী ও বিচক্ষণ আছে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের থেকে বেশি বিচক্ষণ। কাজেই প্রত্যেক সফলতার সময় মোমেনের উচিত খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করা। কেননা তিনি পরিশ্রমকে বিফল হতে দেন না। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিণামে আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমানে উন্নতি হবে। শুধু তাই নয়, বরং আরও সফলতা লাভ হবে। কেকনা খোদা তা'লা বলেন, যদি তোমরা আমার পুরস্কারের প্রতি কৃতজ্ঞতা কর, তবে আমি এই পুরস্কার আরও বৃদ্ধি করব। আর যদি তা অস্বীকার কর, তবে স্মরণ রেখো, কঠোর শাস্তিতে ধৃত হবে।

মোমেন ও কাফেরের সফলতার মধ্যে পার্থক্য

এই নীতিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রেখো। মোমেনের কাজ হল সে যখন সে কোনও সফলতা প্রাপ্ত হয়,যা তাকে দেওয়া হয়,তখন সে লজ্জিত হয় এবং খোদার প্রশংসাকীর্তন করে। এজন্য যে তিনি তার উপর কৃপা করেছেন। আর সে এমনভাবে পা পাড়ায় এবং প্রতিটি বিপদের সময় অবিচল থেকে পুরস্কার লাভ করে। বাহ্যত একজন হিন্দু এবং মোমেনের সফলতা এক দিকে থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে কিন্তু, স্মরণ রেখো যে কাফেরের সফলতা

শেষাংশ ৭এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রমযানুল মুবারকের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের নিবিড় সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

"যদি রমযান থেকে উপকৃত হতে হয় তবে তাহরীকে জাদীদের উপর আমল কর আর যদি তাহরীকে জাদীদ থেকে উপকৃত হতে হয় তবে সঠিক অর্থে রোযা থেকে উপকৃত হও। তাহরীক জাদীদ হল সাদামাটা জীবন যাপন করা এবং নিজেকে পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অভ্যস্ত করা। রমযানও আমাদেরকে এই একই শিক্ষা দিতে আসে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান এসেছে তা অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা কর। .... প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদময় হয় এবং তাহরীক জাদীদ রমযানময় হয়। রমযান যেন আমাদের জন্য প্রবৃত্তি দমনকারী হয় আর তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবনকারী হয়। তাই আমি যখন বলেছি যে, রমযান থেকে উপকৃত হও তখন এর অর্থ ধরে নেওয়া উচিত যে, তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে রমযানের আলোকে উপলব্ধি কর। আর যখন আমি বলেছি যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, তখন এর অর্থ ভিন্ন বাক্যে এই যে, তোমরা সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে রমযানের পরিস্থিতির মধ্যে রাখ এবং যথাযথ ও ধারাবাহিক কুরবানীর অভ্যাস তৈরী কর। যে রমযান প্রকৃত কুরবানী ছাড়াই ব্যতীত হয় সেটি রমযান নয়। আর যে তাহরীকে জাদীদ আত্মাকে সঞ্জীবিত না করেই অতিবাহিত হয় সেটি তাহরীকে জাদীদ নয়। " (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠ নভেম্বর, ১৯৩৮)

হুযুর (রা.) বলেন: রমযানের যে শেষ দশদিন আসতে চলেছে তা তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিগত কুরবানী জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনকারী হিসেবে ব্যয় করুন। যারা বিগত বছর গুলিতে কুরবানীর তৌফিক পেয়েছেন তারা এর জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া যেন করে যে, সে ধর্মের মর্যাদা ও দৃঢ়তার জন্য সেলসেলার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তার উপর স্বীয় কৃপা ও অনুকম্পা নাযেল করুন এবং তার জন্য সেই ভালবাসা ও নিষ্ঠা অনুসারে স্বীয় আশিস ও ভালবাসা নাযেল করুন যার কারণে সে খোদা তা'লার পথে কুরবানী করেছিল। আমীন।

(আলফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮)

জামাতের নিষ্ঠাবানদের রীতি হল তারা রমযান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদে নিজেদের চাঁদার ওয়াদা একশ শতাংশ পূর্ণ করে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও আশিস অর্জনের চেষ্টা করে। অতএব জামাতের সদস্যদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন ২০ রমযান অর্থাৎ ১৪ ই মে পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর বিশেষ দোয়ার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন, জামাতের সকল একনিষ্ঠ সদস্যদের সম্পদে অপার বরকত দিন এবং তাদেরকে নিজের অসীম কৃপা, বরকত ও রহমত দ্বারা ভুষিত করুন।

****

জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক। (মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ বার্তা

আজকাল দোয়া , দোয়া এবং দোয়ার উপর অনেক গুরুত্ব দিন। আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে এবং সামগ্রিকভাবে জামাতকেও সমস্ত দিক থেকে স্বীয় নিরাপত্তায় রাখুন।

মহামারির দিনগুলিতে দোয়ার পাশাপাশি সতর্কতামূলক বিধিনিয়ম মেনে চলার উপদেশ।

জামাতের ব্যবসায়ীদেরকে মানবতার সেবা ও সহানুভুতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হুকুকুল ইবাদ প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী এবং অত্যাবশকীয় পণ্য ন্যুনতম লাভের বিক্রি করার উপদেশ।

খিলাফতের প্রকৃত অনুরাগী, পূর্ণ অনুগত্যকারী, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষাকারী, জামাতের বিশেষ নিরাপত্তা দলের সদস্য পরম নিষ্ঠাবান সেবক মাননীয় নাসির আহমদ সাঈদ সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর উল্লেখ ও স্মৃতিচারণ।

এরা সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ) বলেছেন, এরা শহীদ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (হউকে) থেকে ১০ এপ্রিল , ২০২০, তারিখে প্রদত্ত বিশেষ বার্তা (১০ শাহাদত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে করোনা-ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি আপন-পর সবাইকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। মানুষ চিঠিপত্র লিখে নিজেদের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে যে, তারা নিজেদের প্রিয়জন, ঘনিষ্টজন ও আত্মীয়স্বজনের অসুস্থতার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত–তা যে রোগই হোক না কেন। অন্য রোগ হলেও এই অবস্থায় (সবার পক্ষ থেকে) অনেক বেশি দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে যে, দুর্বল শরীর কোথাও এই মহামারীতে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে। আহমদীদের কয়েকজন এই রোগে আক্রান্তও হয়েছেন। যাহোক, এক উৎকণ্ঠা বিশ্ববাসীকে ঘিরে রেখেছে। একজন মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, এটি কী হয়ে গেল আর কী হচ্ছে- কিছুই বুঝতে পারছি না! তার কথা সঠিক, বাস্তবতাও তাই। অর্থাৎ বিশ্বের কী হচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (সূরা যিলযাল: ৪) অর্থাৎ মানুষ বলে উঠবে যে, এর কী হয়েছে?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মহামারি, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ এবং ঝড়-তুফান বা প্লাবনের উল্লেখ করে এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, পূর্বে দুই-একবার মহামারি বা দুর্যোগ দেখা দিত। কিন্তু বর্তমান যুগ এমন যাতে বিপদাপদের (পুরো) দ্বার খুলে গেছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, প্রদত্ত খুতবা ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২০, থেকে নির্বাচিত অংশ)

আমিও বিগত কয়েক বছর ধরে একথা বলছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর আর বিশেষভাবে যখন থেকে তিনি জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ঐশী বিপর্যয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, সতর্ক করেছেন তখন থেকে বিশ্বে ঝড়-তুফান, ভুমিকম্প এবং মহামারির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এসব মহামারি এবং বিপদাপদ সামগ্রিকভাবে মানুষকে সতর্ক করার জন্য দেখা দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের স্রষ্টার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান কর আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকুলের প্রাপ্যও দাও, তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান কর। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদেরও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি ঝুঁকতে হবে আর বিশ্ব বাসীকেও সতর্ক করতে হবে। কিছু রোগব্যধি, মহামারি এবং ঝড়-তুফান বা প্লাবন যখন পৃথিবীতে দেখা দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব প্রত্যেকের ওপর পড়ে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এটি বলেছেন যে, একথা সঠিক যে, কোন কোন পরীক্ষার সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমরা যেহেতু এ পৃথিবীতে বসবাস করি তাই অনেক বিষয়ে, যেমন মহামারি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদেরও কিছুটা অংশীদার হতে হয় অর্থাৎ আমরাও এতে আক্রান্ত হই, আমাদের ওপরও এগুলো প্রভাব বিস্তার করে। তিনি (রা.) বলেন, ঐশী জামা'তকে এ থেকে পুরোপুরি নিরাপদ রাখা হবে– এটি কখনো হয় না; কেননা এটি ঐশী প্রজ্ঞা-পরিপন্থী।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৮৭-৩৮৮, প্রদত্ত খুতবা ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২০, থেকে নির্বাচিত অংশ)

কিন্তু মু'মিনরা এসব বিপদাপদে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয়ে, তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পার হয়ে যায়। কাজেই যেমনটি আমি বলেছি, এদিনগুলোতে আমাদের বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অনেক বেশি বিনত হওয়া উচিত আর তাঁর দয়া ও কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত। এজন্য প্রত্যেক আহমদীর পূর্বের চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হওয়া উচিত। কেউ কেউ মন্তব্য করে বসে যে, এ মহামারি নিদর্শনস্বরূপ, তাই সাবধানতা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই অথবা কোন প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বা এমন সব মন্তব্য করে বসে যা অন্যদের আবেগ-অনুভূতিতেও আঘাত হানে। আমরা জানি না যে, এটি নিদর্শন কিনা বা বিশেষ কোন নিদর্শন কিনা। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা অবশ্যই বলতে পারি, যেমনটি আমি এখনও বললাম, আর কয়েক খুতবা পূর্বেও এ ব্যাধির উল্লেখ করার সময় প্রারম্ভেই বলেছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর জাগতিক এবং ঐশী বিপর্যয় ও দুর্যোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মোটের ওপর এটিকে নিঃসন্দেহে নিদর্শন বলা যেতে পারে, কিন্তু এটিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের প্লেগের সাথে তুলনা করা আবার এ ধরনের কথা বলা যে যেসব আহমদী এই রোগে আক্রান্ত বা এতে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের ঈমান দুর্বল বা দুর্বল ছিল– নাঊযুবিল্লাহ্, এটি বলার অধিকার

কারো নেই।

প্লেগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য একটি নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও মহানবী (সা.) এই রোগে মৃত্যুবরণকারীকেও শহীদ আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু তখন প্লেগ যেহেতু নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) বিশেষভাবে অবহিতও করেছিলেন আর তিনি (আ.) এ সম্পর্কে ঘোষণাও করেছিলেন যে, এটি একটি নিদর্শন। অধিকন্তু এ বিষয়ে জামা'তকে দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন; তাই তাঁর (আ.) যুগের প্লেগের একটি ভিন্ন বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু একইসাথে তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তকে এক বিশেষ উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, বরং মুফতি সাহেবকে বলেন যে, পত্রিকায় এই ঘোষণা ছাপিয়ে দিন যে, আমি আমার জামা'তের জন্য অনেক দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে রক্ষা করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন থেকে এটি প্রমাণিত যে, ঐশী কোপানল যখন বর্ষিত হয় তখন পাপাচারীদের সাথে পুণ্যবানরাও প্রভাবিত হয় আর এরপর তাদের বিচার নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী হবে। পুণ্যবানদের ওপর এর কোন প্রভাব পড়বে না– তা নয়। হ্যাঁ, পুণ্যবানদের ওপরও এর প্রভাব পড়বে। যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, এটি প্রকৃতির নিয়ম, প্রভাব পড়ে থাকে। পুনরায় তিনি বলেন, দেখ! হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান বা প্লাবন সবাইকে প্রভাবিত করেছে, আর জানা কথা যে, প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না যে, নূহ (আ.)-এর দাবি এবং তার সত্যতার প্রমাণ কী কী ছিল। কিন্তু তারা প্লাবনের কবলে নিপতিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, জিহাদে যেসব বিজয় লাভ হয়েছে সেগুলো সবই ইসলামের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাথে সাহাবীরা জিহাদে অংশ নেন। সেসব জিহাদে বিজয় লাভ হয়। এরপর খুলাফায়ে রাশেদীন এর যুগেও জিহাদ করা হয়েছে। এগুলোতে কখনো কখনো পরাজয়ও হয়; কিন্তু মাটের ওপর বিজয়ই লাভ হয়েছে। তিনি বলেন, এগুলো সবই ইসলামের সত্যতার নিদর্শন ছিল। কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে কাফেরদের পাশাপাশি মুসলমানরাও নিহত হয়েছে। কেবল কাফেররাই নিহত হয়েছে– তা নয়। অর্থাৎ সেসব জিহাদ নিদর্শন হ লেও সেগুলোতে মুসলমানরাও নিহত হয়েছে; আর নিহত মুসলমানরা শহীদ আখ্যায়িত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে প্লেগ আমাদের সত্যতার একটি নিদর্শন, আর এতে আমার জামা'তের কতিপয় সদস্যও শহীদ হতে পারে। এরপর তিনি বলেন, প্রথমে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান কর, নিজ মনকে কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র রাখ, এরপর সৃষ্টিকুলের অধিকার প্রদান কর। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার ঈমান আনয়ন কর। আর বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়ায় রত থাক। কোন দিন যেন এমন না আসে যেদিন তুমি খোদা তা'লার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া কর নি। তিনি বলেন, এরপর বাহ্যিক বা জাগতিক উপায় উপকরণকে গুরুত্ব দাও। অর্থাৎ যত বাহ্যিক সাবধানতা রয়েছে তা অবলম্বন কর। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ঐশী তকদীরের অধীনে প্লেগে আক্রান্ত হয় তার সাথে এবং তার পরিবার-পরিজনের সাথে পূর্ণ সহমর্মিতা প্রদর্শন কর এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের সাহায্য কর। তার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় কোন ত্রুটি করো না, অর্থাৎ সকল প্রকার চেষ্টা কর। তিনি বলেন, কিন্তু স্মরণ রেখো, সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ এটি নয় যে, তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস বা পোশাকের (বিষয়ে সাবধান হবে না আর) নিজে আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫৩)

সহানুভূতি অবশ্যই প্রদর্শন কর, কিন্তু সবধানতা অবলম্বন করাও আবশ্যক। তাদের (রোগ) থেকে মুক্ত বা নিরাপদ থাকাও আবশ্যক, বরং এর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা কর। অতএব, এ থেকে আমাদের যে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত তা হলো, যারাই সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে তাদের উচিত প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন বর্তমানে বলা হচ্ছে, মাস্ক পরিধান কর বা অন্যান্য সতর্কতামূলক বিষয়গুলো সামনে রাখা উচিত। একইভাবে বিনা কারণে মানুষের ঘরে যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সরকারও বারণ করেছে, তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত।

বর্তমানে এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বলা সত্ত্বেও বা নিষেধ করা সত্ত্বেও মানুষ পার্ক ইত্যাদিতে গিয়ে একত্রে মেলামেশা করছে। শুধুমাত্র হাঁটতে যাওয়া বা কিছুটা খোলা বাতাসে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু পার্কে বসে পিকনিক বা আনন্দ-ফূর্তি আরম্ভ করার বা লোকসমাগমের অনুমতি নেই। এমন কাজ অন্যায়। প্রশাসন বারবার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উপরন্তু গাড়িতে বসে তারা সেখানে চলে যায়। প্রশাসন বলেছে, তোমরা যদি বল যে, আমরা মুক্ত বাতাসে হাঁটতে বা ব্যায়াম করতে যাই তাহলে ঘর থেকে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে পার্কে যাও। গাড়িতে সবাই একসাথে বসে পার্কে যাচ্ছ, এটাও ভ্রান্ত রীতি। কাউন্সিল এখন কিছু কিছু জায়গায় পার্কিং সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে অর্থাৎ গাড়ি আসারই অনুমতি নেই বা গাড়ি পার্ক করার অনুমতি নেই। যাহোক, এধরনের আচরণ থেকে আহমদীদের বিরত থাকতে হবে। সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজ যাদের ওপর ন্যস্ত, যেমন খোদ্দামুল আহমদীয়া অনেক স্বেচ্ছাসেবী সরবরাহ করেছে, এছাড়া অন্যান্যরাও সাহায্য করছেন; তাদের উচিত সকল সাবধানতা ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য করার এই দায়িত্ব পালন করা আর সব ধরনের অসাবধানতা থেকে বিরত থাকা। বিনা কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না। এটা বীরত্ব নয় বরং এটাকে অজ্ঞতা বলা হয়। অতএব, খুবই সাবধান থাকুন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ না করুন, কেউ যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাহলে সে শহীদ। তাকে গোসল দেওয়াও আবশ্যক নয় এবং নতুন কাফন পরানোরও প্রয়োজন নেই। তার সাথে শহীদের মতোই আচরণ করা হয়। এটি সে সময়ের কথা যখন প্লেগের মহামারি ছিল। এখানে সরকার কিছুটা অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, কেউ চাইলে গোসলও দিতে পারে এবং কাফনও পরাতে পারে। সে যুগে যে মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তার নিরিখে তিনি (আ.) বলেছিলেন যে, এসবের প্রয়োজন নেই। এরপর গুরুত্ব সহকারে তিনি বলেন, তোমরা বাড়ি-ঘর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার কর। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে এ কথাও বলেছেন যে, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করার পাশাপাশি নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। নালা-নর্দমাও নিয়মিত পরিষ্কার করাও। এখানে ভূগর্ভস্থ পয়োনিষ্কাষণ ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব অনুন্নত দেশে এসব নালা-নর্দমা খোলা, বিশেষভাবে সেখানে নিয়মিত নালা পরিষ্কার করাটা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে এ কথা বলেছেন যে, সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো, তোমরা নিজেদের অন্তঃকরণকে পবিত্র কর এবং খোদা তা'লার সাথে পূর্ণ মিমাংসায় আস।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩)

অতএব, সম্প্রতি এই মহামারি বিস্তারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেখানে সবাই প্রভাবিত, যেমনটি কি-না মানুষ লিখছে, আমাদেরকে এসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের জন্য দোয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য দোয়ার পথ খোলা রেখেছেন এবং তিনি দোয়া গ্রহণ করেন– এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে আমাদেরকে বিনত হতে হবে। যদি সত্য অন্তঃকরণে তাঁর সামনে ঝুঁকা যায় তাহলে নিশ্চয় তিনি দোয়া কবুল করেন। তিনি তা কীভাবে কবুল করেন তা তিনিই ভালো জানেন। সার্বিকভাবে নিজের জন্য, নিজ আত্মীয়-স্বজনের ও প্রিয়জনদের জন্য, জামা'তের জন্য এবং সর্বোপরি গোটা মানবজাতির জন্য দোয়া করা উচিত। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে আর এদের মাঝে আহমদীরাও থেকে থাকবে, যাদের কাছে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট উপকরণ নেই, যাদের চিকিৎসা সুবিধা নেই, খাদ্য-পানীয়ের সুব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং আমাদের সবার প্রতি কৃপা করুন। এমন পরিস্থিতিতে আমরা জামা'তীভাবে প্রত্যেক আহমদীর কাছে খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়ত ঘাটতি রয়ে যায়। আহমদীদের ঘরে খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা-সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘাটতি থেকে যায়। আমরা বরং অন্যদের কাছেও যেখানে প্রয়োজন রয়েছে খাদ্যসামগ্রী, চিকিৎসা-সেবা

প্রভৃতি সু যোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ সহমর্মিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব সেবা করে থাকি। তথাপি কতিপয় বিদ্বেষপরায়ণ সংবাদমাধ্যম বা তথাকথিত আলেমরা এই অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদীরা সেবা করছে বা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছে অথবা চিকিৎসা-সেবা দিচ্ছে, নিজেদের প্রচারের জন্য; যেন আহমদীদের তবলীগের পথ সুগম হয়। যাহোক এসব আপত্তিতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছেন। পুনরায় আমি বলব, এদিনগুলোতে আপনারা বেশি বেশি দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্তিগতভাবে জামা'তের প্রতিটি সদস্যকে আর সমষ্টিগতভাবে পুরো জামা'তকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও দোয়া করার আর দোয়া কবুলিয়তের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

কতক আহমদী ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, ব্যাবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত আহমদীরা এ দিনগুলোতে স্বীয় পণ্য সামগ্রীতে অযৌক্তিক মুনাফা করার চেষ্টা যেন না করে। বিশেষত খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা করার পরিবর্তে তাদের উচিত এসব জিনিস ন্যূনতম লাভে বিক্রয় করা। মানবতার সেবা করার এখনই সময় যার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন অর্থাৎ, সহমর্মিতার চেতনা জাগ্রত কর। এ দিনগুলো বান্দার অধিকার প্রদানের দিন আর এটি খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের মৌসুমও বটে। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবসায়ীদেরকে এমন পরিস্থি তিতে অন্যায্য মুনাফা করার পরিবর্তে এক বিশেষ সহমর্মিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ব্যাবসাবাণিজ্য করার তৌফিক দিন।

এখন আমি আমাদের একজন খুবই নিষ্ঠাবান কর্মী ও জামা'তের সেবক মোহতরম নাসের আহমদ সাঈদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করব, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। ঐশী নিয়তির অধীনে তিনি ০৫ এপ্রিল তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

নাসের আহমদ সাঈদ সাহেব ১৯৫১ সনে শিয়ালকোট জেলার ডেস্কায় তাজ দীন সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল তাজ দীন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। বেশি পড়াশোনা করেন নি, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৯৭৩ সনে নাযারাতে উমুরে আম্মার অধীনে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে তাঁর পদায়ন হয়। ১৯৮৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহে.)-এর রাবওয়া থেকে হিজরত করার পর ১৯৮৫ সনে লণ্ডনে তার বদলী হয়ে যায়। এরপর তিনি তার কাজ (সেখানে) অব্যাহত রাখেন। জামা'তের নিয়ম অনুসারে বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে ২০১০ সালের অক্টোবরে তাকে অবসর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবসরের পরও তিনি নিজ কাজ চালিয়ে যান এবং দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তৃতীয় খলীফার যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ আমার যুগ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

নাসের সাঈদ সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। পরম বিশ্বস্ততা এবং জাগ্রত মনমানসিকতা নিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে তাঁর সুগভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুর সময় স্ত্রী কুলসুম বেগম সাহেবা এবং এক পুত্র খালেদ সাঈদ ও খালেদ সাঈদ সাহেবের সন্তানসন্ততি রেখে গেছেন। খালেদ সাঈদ সাহেবও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে হেফাজতে খাস (তথা বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগ)-এ ডিউটি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও নাসের সাঈদ সাহেবের ন্যায় বিশ্বস্ত করুন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফীক দিন আর নাসের সাঈদ সাহেবের স্ত্রীকে ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন।

তাঁর এক আত্মীয় অর্থাৎ মামাতো ভাই হলেন রাবওয়া নিবাসী মাহমুদ সাহেব, যার তিনি সমবয়সীই হবেন আর তিনি পূর্বে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেন, নাসের সাঈদ সাহেবের পিতামাতাও তাকে বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও অথবা অন্য কোন চাকরি কর। তিনি তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন, কোন চাকরি করতে হলে জামা'তের চাকরিই করব অন্যথায় আমাদের এই যে ছোট ফসলি জমি আছে, এতে চাষাবাদ করব। আমি যেমনটি বলেছি, এরপর তিনি এসে জামা'তের কাজে নিযুক্ত হয়ে যান। তার এক আত্মীয় লিখেছেন যে, তিনি সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে খুবই আন্তরিক ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অনেক অভাবী আত্মীয়কে অন্যের অগোচরে সাহায্যও করতেন।

রাবওয়ার বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগের জনাব শকূর সাহেব বলেন, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত লন্ডনে নাসের সাঈদ সাহেবের সাথে আমার ডিউটি দেয়ার সুযোগ হয়েছে। আমি তাঁকে সর্বক্ষেত্রে খিলাফতের এক বিশ্বস্ত এবং অনুগত সেবক হিসেবে পেয়েছি আর খুবই বিশ্বস্ততার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। সর্বদা ডিউটির জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌঁছে যেতেন আর কোন গোপন কথা হলে সর্বদা গোপনই রাখতেন। নিজ সহকর্মীদেরও তিনি এ উপদেশই দিতেন যে, গোপন বিষয় গোপন রাখা উচিত। তিনি নিজ সঙ্গীসাথিকেও কখনো উক্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে বলতেন না।

হেফাজতে খাস বা বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মেজর মাহমুদ সাহেব লিখেছেন যে, নাসের সাঈদ সাহেব অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন কর্মী ছিলেন। তাঁর আত্মার বিচরণস্থল ছিল খিলাফতে আহমদীয়া। তিনি জগতিক কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মের কাজ করা। ধর্মের কাজ ছাড়া তার আর কোন চিন্তাভাবনাই ছিল না। জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস তিনি খিলাফতের দোরগোড়ায় নেওয়ার আন্তরিক বাসনা রাখতেন আর সেটিই তিনি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আতিথেয়তার ক্ষেত্রেও তিনি (অন্যদের চেয়ে) যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন। এক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। ছোট-বড় সকলের সম্মানের বিষয়ে সচেতন ছিলেন আর নিজের সিনিয়রদের খুবই সম্মান করতেন। কখনো কোন অভিযোগ অনুযোগ করেন নি। সর্বদা প্রতিটি আদেশ পালন করা নিজের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য জ্ঞান করতেন। মেজর সাহেব লিখেন যে, তিনি ওয়াকেফে জীন্দেগীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। আর এটিই সত্য, তিনি নিজ জীবনে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছেন।

জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানীর এক ছাত্র হারুন সাহেব লিখেন যে, বেশ কয়েকবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে, দু'দলের মাঝে কোন বিবাদ বিসংবাদ দেখলে তিনি মীমাংসা বা আপোস করানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। তিনি বলেন, আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, ছুটিতে আপনি কি কখনো কোথাও বেড়াতে যান? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যুগ-খলীফার সকাশে উপস্থিত থাকা এবং ডিউটি দেওয়াই ওয়াকেফ জীন্দেগীর ছুটি; অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এছাড়া বহুলোক তার নৈতিকতা, আতিথেয়তা, হাসিখুশী থাকা, আন্ত রিকতা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি জামা'তের বড় কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু এক সাধারণ সেবক হওয়া সত্ত্বেও সর্বজনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, তার মন কেড়ে নিতেন।

জার্মানীর নাসির বাজওয়া সাহেব বলেন, তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। সবার মঙ্গল কামনা করতেন এবং সবসময় অন্যের সেবা করার জন্য প্রস্ত ত থাকতেন। অন্যের সাহায্য করে আনন্দ পেতেন আর এতে তিনি আত্মিক প্রশান্তি বোধ করতেন। সকল দেশের মানুষের পত্র আসছে, সবগুলো এখানে উল্লেখ করাও সম্ভব নয়।

আমেরিকার এক খাদেম সৈয়দ ওয়ায়েসও লিখেছেন যে, যখনই তিনি আমেরিকা সফরে আসতেন অতি হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন, কখনো তার মাঝে ক্লান্তির ছাপ পরিলক্ষিত হতো না আর খোদ্দামের সাথেও তিনি পরম ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ভালোবাসার সাথে তাদেরকে বোঝাতেন আর তাদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন; এটি তার অনেক বড় একটি গুণ ছিল।

ফিরোজ আলম সাহেবও তার অনেক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন- বিশেষভাবে তাঁর বিনয় ও নম্রতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি যখন এখানে একা ছিলেন তখন তার আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি

তার ইবাদতের কথাও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর অসুস্থতার দিনগুলোতে তাহাজ্জুদের সময় মসজিদে আমি তাকে অত্যন্ত বিগলিতচিত্তে দোয়া করতে দেখেছি।

জার্মানীর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর হাসনাত সাহেব, একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী। তিনিও এটিই লিখেছেন যে, তার নিষ্ঠা, ডিউটিতে একাগ্রতা ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখে সবসময় ঈর্ষা হতো। একদিকে ছিল পরম সরলতা অপরদিকে তার মাঝে এক অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিও ছিল। তিনি আরো বলেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হওয়ার সুবাদে ডিউটির বিষয়ে অনেক কিছু তার কাছে শেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি কখনো তার স্বাস্থ্যের কথা বলতেন না বা বয়স বেশি হওয়ার কথা প্রকাশ করেন নি। তার ডিউটির সময় তাকে অন্যদের মতোই যুবক মনে হতো। সদর সাহেব অর্থাৎ হাসনাত সাহেব লিখেন, আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, বয়স বেশি হওয়ার কারণে তাকে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে, এটি তিনি সহ্যই করতেন না বা পছন্দ করতেন না। অর্থাৎ অন্যান্য খোদ্দাম যেভাবে ডিউটি দিচ্ছে, অন্যান্য নিরাপত্তা-কর্মীরা যেভাবে ডিউটি দিচ্ছে- আমিও সেভাবেই ডিউটি দিব। তিনি নিজের চেয়ে ছোটদের সাথেও খুব সম্মানসূচক ব্যবহার করতেন, স্নেহ করতেন। তিনি বলেন, তার ব্যবহার দেখে আমরা খুব লজ্জিত হতাম। আমাদের ডিউটি পালনকারী খোদ্দামের তিনি মনোবল চাঙ্গা করতেন অর্থাৎ তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি খুব ভালো একটি কথা লিখেছেন; তিনি লিখেন, মানুষ কথা বলে বা ক্যাম্পের আয়োজন করে কাউকে প্রশিক্ষণ দেয়; কিন্তু তার প্রশিক্ষণ ছিল নিঃস্বার্থভাবে নিজের ডিউটি পালন করা আর উপস্থিত-বুদ্ধি, নিষ্ঠা এবং দোয়া। তিনি বলেন, কোথাও দেখা হলে, কথা বলার সুযোগ হলে, সবসময় এটি-ই বলতেন যে, দোয়া করবেন আমার পরিণতি যেন শুভ হয়।

অন্যান্যরা যেসব গুণের কথা লিখেছেন রাশিয়ান ডেস্কের খালিদ আহমদ সাহেব সেগুলো ছাড়া এটিও লিখেছেন যে, তিনি কেবল নিজেই অন্যের অজান্তে অভাবীদের সাহায্য করতেন না, বরং জামা'তের বহু সচ্ছল সদস্যকেও নিজেদের দরিদ্র ও অভাবী ভাই-বোনদের সাহায্য করার প্রতি সর্বদা মনোযোগ আকর্ষণ করতেন এবং অনুপ্রাণিত করতেন।

তার আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল অতিথিদের সম্মান করা। বিশেষভাবে জলসার দিনগুলোতে তার এই গুণ পরমরূপে বিরাজমান থাকত। জলসায় আগত অতিথিদের আন্তরিকভাবে শ্র দ্ধা করতেন এবং অনেক অতিথিকে তারা কেন্দ্র থেকে এসে থাকুক কিংবা অন্য স্থান থেকেই আসুক না কেন– তাদেরকে প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা নিজ ঘরে দাওয়াত করে অকৃত্রিম আসর বসাতেন এবং উপাদেয় ও সুস্বাদু খাবার খাওয়াতেন। সেই সাথে মেহমানদেরকে মসজিদে বিছানো একটি জায়নামায উপহার দিতেন।

জার্মানীর আতহার জুবায়ের সাহেবও অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি এ কথাই লিখেছেন যে, খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল, তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। কথাবার্তার ধরন খুবই স্নেহময় ও কোমল ছিল। আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, পরবর্তী শিফটে আগমনকারী কর্মীর আসতে দেরী হলেও তিনি কোন অভিযোগ করতেন না বরং যুগ খলীফার (নিরাপত্তার) ডিউটিতে কিছুটা বেশী সময় পেয়েছেন বলে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। সর্বদা ডিউটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অসুস্থ থাকলেও ডিউটি ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন না। এমনকি আমি শুনেছি অন্তিম রোগের সময়ও তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন যে এখন কটা বাজে? ছেলে যখন সময় জানাল তখন তিনি বলেন তাহলে আজকের ডিউটি তো গেল, অর্থাৎ আজ আমি ডিউটিতে যেতে পারব না। ভীষণ অসুস্থতার সময়ও তার মাথায় ডিউটির চিন্তা ছিল।

এখানকার এক ভদ্র মহিলা হলেন হামদা রশীদ সাহেবা। তিনি বলেন, মরহুম খুবই স্নেহশীল এবং উৎসাহ দানকারী পুণ্যবান বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খোদ্দামের জন্য তিনি আদর্শ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে এবংএকাগ্রতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা রাখতেন। সর্বদা খোদ্দামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন, তোমাদেরকে আন্তরিক ভালোবাসার সাথে যুগ খলীফার ডিউটি পালন করতে হবে এবং এটিকে অন্য সব কিছুর ওপর অগ্রগণ্য করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ সৈয়দ ত্বা'হা নূর সাহেব বলেন, যখনই আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হতো তিনি ইন্দোনেশিয়ার কথা বলতেন। যখন তিনি ২০০০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-র সাথে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন, তখনকার স্মৃতি রোমন্থন করতেন। তিনি বলেন, সেখানে কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল না। একবার মসজিদে আসলে আমরা তাকে বললাম, আমাদেরকে দিন, বাইরে থেকে ধুয়ে এনে দিচ্ছি। কিন্তু তিনি এবং তার সঙ্গীরা বলেন, আমরা নিজেরাই কাপড় ধুই । আরো বলেন, আমরা তো চাকর-বাকর মানুষ; অন্যরা আমাদের কাপড় ধুয়ে দিবে আমরা এত বড় হইনি। অনেক বলার পরও তিনি নিজের কাপড় দেন নি। বাহ্যত এগুলো ছোট ছোট সাধারণ বিষয়, কিন্তু একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর মৌলিক মূল্যবোধ কেমন হওয়া উচিত– তা এসব বিষয় থেকে বোঝা যায়, অর্থাৎ একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর কেমন হওয়া উচিত– তা বোঝা যায় আর যুবকদের জন্যও এতে শিক্ষা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের সাবেক মোহতামীম মোকামী আদনান জাফর সাহেব লিখেন, ডিউটি দেওয়ার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষ ণ করতেন, ডিউটির সময় খাদ্য-পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অন্যান্য কথার সাথে তিনি বিশেষ যে বিষয় লিখেছেন তা হলো, তিনি আমাকে খিলাফতের প্রতি শিষ্টাচার শিখিয়েছেন, খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের মর্ম শিখিয়েছেন। অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যখনই কোন বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ চেয়েছি সবসময় উপকৃত হয়েছি।

হেফাজতে খাস-এর (বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগের) কর্মচারী আতহার সাহেব লিখেন, আমি নয় বছর তার সাথে ডিউটি করেছি অর্থাৎ ২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত। উমুমী বিভাগে কর্মরত ছিলাম, এরপর হেফাজতে খাস-এ যোগ দিই। আতহার সাহেব নাসের সাঈদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি আটচল্লিশ (৪৮) বছর যাবৎ তিন খলীফার সাথে ডিউটি করেছেন, আমাকে কোন উপদেশ দিন যাতে আমিও আপনার মতো ডিউটি দিতে পারি। তিনি বলেন, এখানে কাজ করার নিয়ম হলো, তোমার চোখ ও কান খোলা রাখবে আর মুখ বন্ধ রাখবে, আর সেই সাথে দোয়াতে রত থাকবে। এই উপদেশ মেনে চলা সাধারণভাবে সকল ওয়াকেফে জিন্দেগীর জন্য আবশ্যক, বরং জামা'তের সকল কর্মচারী ও জামা'তের বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা দানকারী এবং কর্ম কর্তাদের জন্যও এটি আবশ্যক। এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ একটি কথা। তাকে সবাই লালাজী বলে ডাকত। যিনি এই চিঠি লিখেছেন তিনি বলেন, লালাজীর সাথে কাজ করে বুঝতে পেরেছি যে,ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যে কাজটি যেভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিবে তা সেভাবেই করতে হবে। কোন কাজ যেভাবে করার নির্দেশ দেওয়া হয় তিনি সেভাবেই করতেন এবং অন্যদের দিয়েও সেভাবেই করাতেন। এ নির্দেশে নিজের মনগড়া কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন না অর্থাৎ কাজটি অন্য ভাবেও করা যেতে পারে– এটি বলতেন না। তিনি লিখেন, তাকে যতটুকু বলা হতো বা যেভাবে করতে বলা হতো, তিনি কাজটি ঠিক সেভাবেই করতেন এবং আমাদের দিয়েও কাজটি সেভাবেই করাতেন। যদি কেউ বলত যে, অমুক শিফট-ইনচার্জ তো এভাবে করেন, এতে তিনি বলতেন যে, তিনি কীভাবে করেন তা আমি জানি না। আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি সেভাবেই করবো। তিনি আরও লিখেন, মরহুম সর্বদা দোয়া করার কথা বলতেন আর বলতেন যতদিন জীবিত আছি, আল্লাহ্ তা'লা যেন সুস্থ-সবল রাখেন আর যখন মৃত্যুর সময় হবে, তখনও যেন আল্লাহ্ সুস্থ-সবল অবস্থাতেই নিয়ে যান, কারো মুখাপেক্ষি যেন না হতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে এমনই আচরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর স্ত্রীকেও সুস্থ-সবল জীবন দিন এবং ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। আর আমি যেমনটি পূর্বেও বলেছি, তাঁর ছেলেকেও বিশ্বস্ত তার সাথে খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন, অধিকন্তু তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদেরও।

তিনি যখন জামা'তের কাজ করার উদ্দেশ্যে রাবওয়ায় এসেছিলেন আমি

আজও অন্তর কেঁপে ওঠে। আঁ হযরত (সা.) তাদের সামনে আল্লাহ তা'লার যে রূপ উন্মোচন করেছিলেন সেটি এতই সৌন্দর্য্যময় ছিল যে তাদের অন্য কোথাও দেখার প্রশ্নই ছিল না। অত্যাচারীরা কেবল পুরুষদেরকেই যাতনা দেয় নি বরং মহিলাদের উপর অসহনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। হযরত যুনেরা (রা.)কে আবু জাহল এত প্রহার করে যে তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। হযরত লুবিনা (রা.) কে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) খুব জোরে প্রহার করতে থাকতেন। ক্লান্ত হয়ে গেলে একটু জিরিয়ে নিয়ে পুনরায় প্রহার শুরু করতেন। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ যুবক প্রহার করে একজন সেবিকাকে খোদার নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

অত্যাচারীরা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর উপরও শারিরিক নির্যাতন করতে কোন দ্বিধা করে নি। তারা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

" একবার খানা কাবায় কুফ্ফাররা মহানবী (সা.)-এর গলায় গামছা বেঁধে এমন জোরে টান মারে যে তাঁর চোখ দুটি রক্তিম বর্ণ ধারণ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। হযরত আবু বাকার (রা.) এই সংবাদ শুনে দৌড়ে আসেন। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর কষ্ট দেকে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি (রা.) তাঁকে কুফ্ফারদের হাত থেকে কোনক্রমে উদ্ধার করেন এবং বলেন, খোদাকে ভয় কর। তোমরা এমন একজনের উপর অত্যাচার করছ যে বলে খোদা আমার প্রতিপালক।

একবার হযরত রসূলে করীম (সা.) মক্কায় একটি ছোট পাহাড়ের উপর বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ করে সেখানে আবু জাহাল এসে রসুলে করীম (সা.)-কে চড় মেরে বসে এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। তিনি (সা.) চড় খেয়ে গালিও শুনতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোন একটি শব্দও বের হল না। সে গালি দিয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি (সা.) নীরবে সেখান থেকে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। হযরত হামযা (রা.)-এর সেবিকা নিজের বাড়ির দরজা থেকে সমস্ত ঘটনা দেখছিল। হামযা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

সেবিকা হযরত হামযাকে সমস্ত ঘটনা শোনাল। একজন মহিলার মুখ থেকে এই ঘটনা শুনে হামযা (রা.)-এর আত্মাভিমান জেগে উঠল। তিনি (রা.) দ্রুত খানা কাবার দিকে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে আবু জাহালের মুখে ধনুক দিয়ে আঘাত করার পর তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন।

" একবার তিনি (সা.) খানা কাবায় নামায পড়ছিলেন। যখন সিজদায় গেলেন, কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁর পিঠের উপর উঁটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিল। এটি ভারি হওয়ার কারণে তিনি (সা.) সিজদা থেকে মাথা তুলতে পারছিলেন না। হযরত ফাতেমা (রা.) একথা জানতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিঠ থেকে নাড়িভুড়ির বোঝা নামিয়ে দিলেন।" (বুখারী,আবওয়াবুল ওজূ)

"একবার তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মক্কার ইতর প্রকৃতির মানুষের একটি দল তাঁর চারপাশে এসে জমা হয়। তারা সারা রাস্তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘাড়ে চড় মেরে চলেছিল আর বলছিল-

হে লোক সকল! এই ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবি করছে।

তাঁর বাড়িতে আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে অনবরত পাথর নিক্ষেপ করা হত। হেঁশেলঘরের ছাগল ও উঁটের নাড়িভুড়ি সহ বিভিন্ন প্রকারের নোংরা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। নামায পড়ার সময় তাঁর (সা.) উপর ধুলোবালি ছড়ানো হত। অবশেষে তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে পাহাড়ের টিলা থেকে বেরিয়ে এসে পাথরের নীচে লুকিয়ে নামায পড়তেন। এতকিছু সত্বেও তিনি এক-অদ্বিতীয় খোদার নাম প্রচার করে গেছেন এবং তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়াও করতে থেকেছেন।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫)

তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিতেন। তিনি (সা.) বলতেন- আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে পারি না।

(নিসাই, তালখীসুস সুহাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫২)

তিনি (সা.) অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলতা এবং অবিচলতার সঙ্গে দাওয়াতে ইলাল্লহ্‌র কাজ অব্যাহত রাখেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এই কারণে সহ্য করেছিলেন যেন সমধিক হারে মানুষ খোদার দরবারে নতশির হয় যাতে তারা এই পৃথিবীতেও সুখে থাকে এবং পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করে। আমাদেরকেও এই আবেগ ও প্রেরণা সহকারে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ কাজ অব্যাহত রাখা উচিত। যদি কোন কষ্টের সম্মূখীন হতে হয় তবে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যে আমাদের থেকে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন সেকথা স্মরণ করবেন।

গালি শুনে দোয়া দাও, দুঃখ পেয়ে আরাম দাও।

যেখানেই অহমিকা চোখে পড়ে তোমরা বিনম্রতা প্রদর্শন কর।

(খুতবার শেষাংশ ...)

তাকে তখন থেকেই চিনি। আমাকে তার গুণাগুণ সম্পর্কে যে যা-ই লিখেছেন, সবই সঠিক। তিনি অত্যন্ত নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন এবং শতভাগ আনুগত্যকারী ছিলেন। এমন এক সময় তার মৃত্যু হয়েছে যখন জানাযার নামাযে খুব বেশি মানুষ যোগ দিতে পারবে না। কিছুদিন তিনি হৃদরোগে ভুগেছেন, এনজিয়োপ্লাস্টিও হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর হাসপাতালে যান। ডাক্তাররা হাসপাতালে ভর্তি করে বলে, গুরুতর হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় করোনা ভাইরাসেরও আক্রমণ হয়। তিনি পূর্বেই কারো মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছেন নাকি বর্তমান পরিস্থিতে হাসপাতালেই আক্রান্ত হয়েছেন– তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যাহোক, কয়েকদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এখানকার আইনগত বিধি-নিষেধের কারণে লাশ এখানে আনাও সম্ভব নয় এবং কয়েকজন নিকটাত্মীয় ছাড়া জানাযায় অংশগ্রহণ করাও সম্ভব নয়। জানাযার জন্যও শর্ত হলো, লাশঘর বা কবরস্থানেই জানাযা হবে। যাহোক, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমিও অন্য কোন সময় তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

আমি যেমনটি বলেছি, অগণিত মানুষ মরহুমের অনেক গুনের কথা লিখেছেন আর যা যা লিখেছেন তা সত্য লিখেছেন, তার ভেতর আসলেই সেসব গুণ ছিল– যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি তার অঙ্গীকার এবং কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যে অঙ্গীকারই তিনি করেছেন তা তিনি পূর্ণ করেছেন বলেই আমরা তার জীবনে দেখতে পাই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শহীদ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অন্য যেসব আহমদী এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথেও কৃপা ও ক্ষমার আচরণ করুন। কার অবস্থা কেমন তা আল্লাহ্ তা'লা ই সবচেয়েভালো জানেন। প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও ক্ষমা লাভ করে- আমরা এ দোয়াই করছি।

১ম পাতার শেষাংশ.. **********

বিপথগামিতা আর মোমেনের সফলতার ফলে তার জন্য পুরস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কাফেরের সফলতা এজন্য পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় যে তারা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং নিজেদের পরিশ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে খোদা মনে করে বসে। কিন্তু মোমেন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় লাভ করে। এভাবে প্রত্যেক সফলতার পর খোদার সঙ্গে তার নতুন করে সম্পর্ক আরম্ভ হয় এবং তার মধ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। 'ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনাত্তাকু"। (নহল: ১২৯)। খোদার তাদের সঙ্গে থাকেন যারা মুত্তাকী। স্মরণ রেখো, কুরআন শরীফে তাকওয়া শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ প্রথম শব্দ দ্বারা করা হয়। এখানে 'মাআ' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ যারা খোদাকে প্রধান্য দেয়, খোদা তাদেরকে প্রাধান্য দেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেন। আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি পৃথিবীর যাবতীয় লাঞ্ছনা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে একমাত্র পথ হল মুত্তাকী হয়ে যাওয়া। এরপর তার আর কোনও অভাব থাকবে না। কাজেই মোমেনের সফলতা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেখানেই স্থির থাকে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

হযরত মহম্মদ (সা.)-এর প্রাথমিক জীবন

উর্দূ থেকে অনুদিত (শেষ পর্ব)

হযরত ওমর দৃঢ় মনের একজন সুঠাম যুবক ছিলেন। কিন্তু এই কথা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন-

উম্মে আব্দুল্লাহ যাও। খোদা তোমাদের রক্ষক হোক।

তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। পাছে আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদে না ফেলেন, এই কারণে তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। এমন সময় সেই সাহাবীয়ার স্বামী সেখানে এসে পৌঁছয়। ওমরকে নিজের স্ত্রী এবং মালপত্রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি ঘাবড়ে যান। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এখন হয়তো এই খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কিন্তু উম্মে আব্দুল্লাহ্ তাঁর স্বামীকে বলল, ওমর খোদা হাফিয বলছে এবং তাঁর কণ্ঠ কান্নাভেজা ছিল। এর থেকে মনে হয় যে, এখন ওমরের পক্ষ থেকে কোন বিপদ নেই।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪০)

সকাল হওয়ার পূর্বেই মুহাজিরগণ সমুদ্রতটে এসে একত্রিত হলেন। প্রথম যাত্রীদলে মোট চারজন মহিলা এবং দশ জন পুরুষ ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.)এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) এবং তাঁর স্বামী হযরত উসমান বিন উফফান(রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) হযরত যুবের বিন আল আওয়াম (রা.), হযরত মাসআব বিন উমের (রা.) হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সালমা (রা.)।

(ইবনে হুশ্‌শাম)

আল্লাহ্ তা'লার অপার মহিমা! শাইয়া বন্দরে হাবাশার পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দু'টি জাহাজ প্রস্তুত ছিল। এই দু'টি ছিল বানিজ্যিক জাহাজ। এই কারণে যাত্রীদের ভাড়াও ন্যায্য হারে নিয়ে জাহাজ দুটি রওনা দেয়।

সকালে সূর্যোদয়ের পর যখন এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান হাত ছাড়া হয়ে গেছে, তখন তারা কয়েকজনকে বন্দর অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না। সেই সকল সৌভাগ্যবান মুসলমানদেরকে নিয়ে জাহাজ দুটি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দিয়েছিল। মক্কা বড় বড় নেতারা মনে করল " মুসলমানদের একটি দলকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া আমাদের সফলতা বলে গণ্য হতে পারে না। বরং এটি আমাদের পরাজয়ের প্রতীক। কেননা এর ফলে ইসলামে দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হল এবং মক্কা থেকে বেরিয়ে একটি জাতির পরিবর্তে দু'টি জাতির মধ্যে প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে এবং খৃষ্টানজাতির মধ্যে। এর সাথেই তাদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে, তারা শান্তিতে আছে, তাদেরকে কেউ মারেও না আর কোন প্রকারের যাতনাও দেয় না বরং তারা স্বচ্ছন্দে ইবাদত করে এবং পরিশ্রম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল যে, বিরাট ভুল হয়ে গেছে।"

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩)

সুতরাং তারা নিজেদের ভুল সংশোধন করার জন্য উমর বিন আল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া-কে নাজাশি ও তাঁর দরবারীদের জন্য প্রচুর উপঢৌকন সহকারে ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যাতে তারা কোন না কোন ভাবে নাজাশিকে রাজি করে মক্কার মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেই প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে সভা পরিষদবর্গকে উপহার সামগ্রী দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে এবং এইভাবে তারা নাজাশী বাদশাহর কাছে পৌঁছানোর পথ তৈরী করে। বাদশা তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় দিলে এই প্রতিনিধি দলটি স্বমহিমায় দরবারে উপস্থিত হয় এবং বাদশার সমীপে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেশ করে। অবশেষে তারা নিজেদের আগমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

" হে সম্রাট! আমাদের কয়েকজন নির্বোধ লোক নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে যা আপনার ধর্মেরও বিরোধী। তারা আমাদের দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমাদের আবেদন হল আপনি তাদেরকে আমাদের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

সভা পরিষদবর্গ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাদশাহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন এবং আবেদন শুনেই একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে বললেন-

"এরা আমার আশ্রয়ে এসেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি স্বয়ং তাদের কথা না শুনি কিছু বলা সম্ভব নয়। "

সুতরাং মুসলমান মুহাজিরদেরকে সভায় ডাকা হয়। তাদেরকে নাজাশি বাদশা জিজ্ঞাসা করেন-

" ব্যাপারটি কি এবং তোমরা কোন্ নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে? "

মুসলমানদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.) উত্তর দিলেন-

" হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞ ছিলাম। মূর্তিপূজাই ছিল আমাদের ধর্ম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম। ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম। আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বলদের অধিকার আত্মসাৎ করত। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিকে একজন রসুল প্রেরণ করলেন যার পবিত্রতা, সত্যতা এবং বিশ্বসযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে একত্ববাদ শিখিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা করা থেকে নিবৃত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, বিশ্বস্ততা, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যাভিচার ও অনাথদের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং খুনাখুনি করা থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি। কিন্তু এই কারণে জাতি আমাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। এরা আমাদেরকে যাবতীয় প্রকারের কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমাদের বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে এই ধর্ম থেকে জোর করে বাধা দিতে চেয়েছে। অবশেষে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি। অতএব হে বাদশাহ! আমরা আশা করি আপনার অধীনে আমাদের উপর জুলুম হবে না। "

নাজাশি এই কথা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং হযরত জাফর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন;-

" যে বাণী তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেটি আমাকে শোনাও।"

হযরত জাফর (রা.) অত্যন্ত সুললতি কণ্ঠে সুরা মরিয়মের প্রারম্ভিক আয়াত পাঠ করে শোনান।

হযরত জাফর এমন বেদনাতুর কণ্ঠে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করলেন যে, নাজাশির চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বয়ে গেল। তিনি কেবল কণ্ঠস্বরের প্রভাবে বিগলিত হন নি বরং উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনায় ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাদশাহ বললেন-

" খোদার কসম! এই বাণী এবং আমাদের মসীহ্‌র বাণী একই নুরের উৎসের কিরণ বলে প্রতিভাত হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

বাদশাহ কুরায়েশদের দেওয়া উপহার তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলেন। প্রতিনিধি দলটি বিমর্ষ মুখে ফিরে গেল, কিন্তু তারা হার মানল না। পরের দিন সভায় পুনরায়

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

উপস্থিত হল। এবার উমর বিন আস বলল-

বাদশাহ কি একথা কি জানেন যে এরা হযরত মসীহ সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের মুখ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়াকে উত্তম মনে করলেন। তিনি মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন।

বাদশার পক্ষ থেকে ডাক শুনে মুসলমানরা কিছুটা চিন্তিত হল, কেননা তারা হযরত মসীহ (আ.)-কে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করত, খোদার পুত্র বলে স্বীকার করত না। কিন্তু মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্য কথাই বলবে। একমাত্র খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর উপরই আস্থা রাখা উচিত। সুতরাং তারা পরের দিন সভায় উপস্থিত হলে হযরত জাফর বিন তায়ার (রা.) দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করলেন।

" হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে হযরত মসীহ (আ.) খোদা তা'লার একজন বান্দা, তিনি খোদা নন। কিন্তু তিনি খোদার অত্যন্ত নৈকট্যভাজন এক রসূল এবং তিনি আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছেন যা তিনি মরিয়মের মধ্যে ফুৎকার করেছিলেন।"

নাজাশি একটি তৃণখণ্ড হাতে উঠিয়ে বললেন-

খোদার কসম! যা কিছু তুমি বর্ণনা করেছ আমি হযরত মসীহ (আ.)-কে তার থেকে এই তৃণখণ্ডের সমানও বেশি মনে করি না।

নাজাশির এই বিবৃতি শুনে খৃষ্টান পাদরী অত্যন্ত ক্ষুন্ন হল। বাদশাহ্ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই বললেন-

যখন আমার পিতা মারা যায় তখন আমি ছোট ছিলাম। তোমরা আমার চাচার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সাম্রাজ্যকে দখল করতে চেয়েছিলে। সেই সময় খোদা অনুগ্রহবশতঃ আমাকে শক্তি প্রদান করেন এবং তিনি তোমাদেরকে পরাজিত করে আমাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। যে খোদা আমাকে সেই অসহায় অবস্থায় স্ম্রাটের আসনে বসিয়েছেন এবং আমার শত্রুদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন, সেই খোদার সাহায্যের উপর আজও বিশ্বাস আছে। আজ আমাকে তিনি শক্তি প্রদান করেছেন। আমি তাঁর নির্যাতিত বান্দাদেরকে সাহায্য না করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারব না। তোমরা অসন্তুষ্ট হলেও আমি তাদেরকে এখান থেকে বের করে দিব না।

(তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড- তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৮)

"সেই দলটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে ফেরত আনার অন্য একটি ফন্দি আঁটল। ইথিওপিয়া অভিমুখে গমনকারী কয়েকটি যাত্রীদলের মধ্যে এই সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হল যে, মক্কার সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। হাবশার মুসলমানগণ এই সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ মুসলমান মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে তারা জানতে পারল যে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই সংবাদ ছড়ানো হয়েছিল এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এরপর কিছু লোক হাবশায় পুনরায় ফিরে যায় এবং কিছু সংখ্যা মুসলমান মক্কায় থেকে যায়।"

(দিবাচা তফরীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১১২)

যারা মক্কায় ফিরে এল মক্কাবাসীরা তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করল। তাদের উপর অত্যাচার করত কিন্তু মক্কা ছেড়ে চলে যেতেও দিত না। কষ্টসহকারে কয়েকটি দল মক্কা ছেড়ে চলে যেত। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একশ জন মুসলমান মক্কা ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। আঁ হযরত (সা.) মক্কায় হিজরত করার সময় কিছু মানুষ পুনরায় ফিরে আসে এবং অন্যান্য যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে তিনি (সা.) ৭ হিজরীতে ডেকে নেন।

বর্ণনা অনুসারে নাজাশি বাদশা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিল।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা: ৫)

রসুল করীম (সা.) নাজাশি বাদশার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তাঁর জানাযা পড়েছিলেন এবং মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন। (শিবলী, পৃষ্ঠা: ২২১)

এই সময়টি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার উপর একবার ঈমান আনার পর দুঃখ-যন্ত্রণার দরজা খুলে যেত, কিন্তু মুসলমানরা এই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ভয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবার ত্যাগ করে নি বরং প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার সময় তাদের ঈমান আরও বেশি দৃঢ় হয়েছে। মুসলমানদের উপর আগত যে সমস্ত বিপদাবলীর কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিই এত বেশি যে শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে সেই সমস্ত বিপদাবলী হয়তো এর থেকে অনেকগুণ বেশি ছিল। পরিবারের কোন সদস্যকে বিভিন্নভাবে যাতনা দেওয়া হতে থাকলে অন্যরাও শান্তিতে থাকতে পারে না। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তারা কোন প্রকারের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সা.) তাদেরকে কেবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষার উপর জোর দিতেন এবং ধৈর্য্যের প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ শোনাতেন। এই সুসংবাদ শুনে তারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যেত। এই কারণেই মুসলমানরা যাবতীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছে কিন্তু তওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি। হযরত উসমান (রা.) বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (রা.) স্বচ্ছল জীবনযাপন করছিলেন। মক্কার মানুষদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা এত বড় অপরাধ ছিল যে, তাঁর চাচা হাকাম বিন আবুল আস তাঁকে দড়িতে বেঁধে মেরেছেন। এই অত্যাচার সহ্য করেছেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) কোন কথা বলেন নি, কেবল আল্লাহকে স্মরণ করেছেন।

(তাবকাত ইবনে সাআদ)

একবার একব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সা.) -এর গলায় গামছা দিয়ে এত জোরে টান মারে যে, তাঁর (সা.)-এর চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। হযরত আবু বাকার (রা.) এই দৃশ্য দেখে তাঁকে উদ্ধার করেন। এই কারণে অত্যাচারীরা হযরত আবু বাকার (রা.)-কে এমন প্রহার করে যে, তিনি (রা.) বাড়ি এসে দেখেন মাথায় হাত দিলে চুল উঠে আসছে।

(ইবনে হুশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস (রা.) কামার ছিলেন। মক্কার অত্যাচারীরা ভাটি থেকে জ্বলন্ত কয়লা বার করে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিত। বার বার এইভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাঁর কোমরের চামড়া পুড়ে কালো ও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) একবার হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমাদের জন্য আপনি খোদার কাছে সাহায্য কেন চান না? আঁ হযরত (সা.) শুয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন-

তোমাদের পূর্বে মানুষের মাথার উপর করাৎ রেখে চিরে দেওয়া হত। লোহার চিরুনীর আঁচড় দিয়ে তাদের দেহ থেকে মাংসখণ্ড তুলে নেওয়া হত। কিন্তু এই যাতনা তাদেরকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি (সা.) বলেন-

খোদার কসম! আল্লাহ্ এই ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন। নিজের ইচ্ছা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমন সময় আসবে যখন মুসাফিরগণ একাকি যাত্রা করবে এবং খোদা ছাড়া তাদের অন্য কারোর ভয় থাকবে না। (বুখারী)

যে সমস্ত অসহায় মুসলমানদের জাগতিক সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্য কম ছিল তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। হযরত বিলাল বিন রাব্বাহ (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। তার প্রভু উমাইয়া বিন খালাফ অত্যাচার করার জন্য কুখ্যাত ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মক্কার উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর হযরত বিলালকে উলঙ্গ করে শুইয়ে রাখত এবং বুকের উপর একটি প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিত। সে বেলালকে জোর দিয়ে বলত যে, খোদাকে অস্বীকার করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু বেলাল কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করতেন। 'আহাদ' 'আহাদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক।

মক্কার ছেলেরা তাঁকে পাথুরে গলি ও রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াত। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয় যেত। কিন্তু তুবুও তিনি সেই 'আহাদ' আহাদ উচ্চারণ করতেন। অনুরূপভাবে আবু ফাকিয়া (রা.), সুহেব বিন সান্নান (রা.) এবং খাব্বাব বিন আল আরিত (রা.)-এর উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনা শুনলে

(শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

কুরআন করীমের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে এমন মানুষদের ইবাদত অনর্থক। তাদের এই কপটতাপূর্ণ কাজ কেবল লাঞ্ছনা এবং বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে। কাজেই মসজিদ আমাদের মনোযোগ কেবল খোদা তা'লার অধিকার প্রদানের দিকেই ফিরিয়ে দেয় না, বরং মানুষের অধিকার এবং মানবসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও সহায়ক হয়। প্রকৃত মসজিদের নির্মাণের পেছনে যখন এই মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তখন আপনাদেরকে এই মসজিদ সম্পর্কে ভীত হওয়ার কারণ থাকা উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম বারবার প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকার এবং তাদের অধিকার প্রদানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৩৭ নং আয়াতে যেখানে কুরআন করীম মুসলমানদের আদেশ দিয়েছে তারা যেন পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করে, অপরদিকে সমাজের দুর্বল মানুষদের চাহিদা পুরণের নির্দেশও দিয়েছে। অধিকন্তু প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক তারা যেন প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য সব সময় তৎপর থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আপনার সহকর্মী, অধীনস্ত কর্মী, সফরসঙ্গী সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। আপনার গৃহ সংলগ্ন গৃহটিই কেবল আপনার প্রতিবেশী নয়, বরং এর মধ্যে সমস্ত মানুষ রয়েছে। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, আপনার বাড়ির আশপাশের চল্লিশটি বাড়ি প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বলা যেতে পারে এই শহরের সমস্ত মানুষ এই মসজিদ বা মসজিদে ইবাদতকারী ব্যক্তিদের প্রতিবেশী। মুসলিম খৃষ্টান নির্বিশেষে তাদের প্রতি যত্নবান থাকা, তাদের অধিকার প্রদান করা এবং আমরা যে তাদের জন্য কোনও সমস্যা বা বিপদ ডেকে আনব না সে বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। এমনটি করে আমরা কাউকে কৃতার্থ করছি না, বরং এটি আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য মাত্র। বস্তুত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে আমি মনে করেছি প্রতিবেশীদেরকে হয়তো উত্তরাধিকার দেওয়া হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সংক্ষেপে বলা যায় এখন এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে, অতএব এর দ্বারা আমরা কেবল সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতিই বেশি মনোযোগী হই নি, বরং এর পাশাপাশি স্থানীয় সমাজের সেবা এবং সমাজে গঠনমূলক দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। এখানকার স্থানীয় আহমদীরা এই শহরের সমস্ত মানুষকে নিজেদের প্রতিবেশী মনে করবে এবং তাদের অধিকার প্রদানকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে ধরে নিবে এবং নিজেদের যাবতীয় কার্যক্ষমতা দ্বারা তাদের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে। যখনই আপনাদের আমাদের পক্ষ থেকে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিবে আমরা যেভাবে সম্ভব আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এখানকার স্থানীয় আহমদী মুসলমানেরা স্থানীয় সমাজের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালন করবে এবং সব সময় এই শহরের নিজেদের পূর্ণ অবদান রাখার চেষ্টা করবে এবং একজন বিশ্বস্ত এবং শুভাকাঙ্খী নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে যারা সমাজের প্রতি পূর্ণ যত্নবান হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কথা গুলির আলোকে এই উপলক্ষ্যে আমি স্থানীয় আহমদী মুসলমান সদস্যদের এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে তাদের সব সময় উচ্চ চারিত্রিক ও নৈতিক নমুনা প্রদর্শন করা উচিত এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করা এবং সমাজের সেবা করা উচিত। আশা করি, তারা তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে গুরুত্বসহকারে নিজেদের প্রতিবেশী এবং অন্যদের মনে বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দূর করা পূর্ণ চেষ্ট করবে ইনশাআল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বিশ্বাস, এখন এই মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে, অতএব এর কারণে আমাদের জামাত এবং এখানকার স্থানীয় মানুষ আরও কাছাকাছি আসবেন এবং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। আমার বিশ্বাস, পারস্পরিক ভালবাসার চেতনাবোধ আরও সমৃদ্ধ হবে এবং আপনারা এই মসজিদটিকে শান্তি ও মানবকল্যাণের প্রতীক হিসেবে দেখবেন। এই মুহূর্তে আমাদের সর্বোপরি কর্তব্য মুসলিম, অমুসলিমের ধর্মীয় ভেদাভেদ সরিয়ে রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এক সঙ্গে কাজ করা, মানবতার নামে সংঘবদ্ধ হয়ে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি কল্পে কাজ করা এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে এসবের উপযুক্ত ও যোগ্য করে তুলুন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন।আমীন।

সবশেষে আমার দোয়া হল এই মসজিদ সবসময় আলোর কিরণ প্রমাণিত হোক, যেখান থেকে মানবীয় সহানুভুতি, শান্তি এবং সম্প্রীতি উৎসারিত হবে। আমীন। এই টুকু বলেই আমি আপনাদেরকে এই আশিসময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আরও একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বক্তৃতা শেষে হুযুর আনোয়ার দোয়া করান যাতে সমস্ত অতিথিবৃন্দ নিজের নিজের রীতি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করেন।

২রা অক্টোবর, ২০১৯

ফ্রান্সে পদার্পণ এবং মসজিদ বায়তুল আতার স্মারক শিলার অনাবরণ।

অনুষ্ঠান অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) জামাত আহমদীয়া ফ্রান্স-এর এই নতুন সেন্টার 'বায়তুল আতা'-এর স্মারক শিলার উন্মোচন করেন এবং দোয়া করেনন। দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানাতে জামাতের সদস্য ও পরিবারবর্গ প্যারিস, এপারনী, স্ট্রসবার্গ ও লাইওন থেকে এসেছিলেন। প্যারিসের জামাত থেকে ৮০ কিমি, এপারনি জামাত থেকে ১০০ কিমি, স্ট্রসবার্গ থেকে ৪৪১ কিমি এবং লাইওন থেকে ৪৪৯ কিমি দূর থকে পৌছেছিলেন।

উক্ত অঞ্চলের মেয়র ডেভিড ডিদাইয়ার সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)কে অভ্যর্থনা জানাতে জন্য এসেছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, হুযুর আনোয়ার এই ছোট্ট জনপদে পদার্পণ করেছেন। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন, তিনি একটু নীচের দিকে থাকেন। হুযুর আনোয়ার মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জামাত আহমদীয়ার এই নতুন কেন্দ্র বায়তুল আতা' ফ্রান্সের Hauts-De-France প্রদেশের Oise-জেলার Trie-Chateau শহরে অবস্থিত। এই ভূ-খণ্ডটির আয়তন প্রায় ছয় হেক্টর। এই জায়গাটি ২০১৪ সালে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ইউরোতে ক্রয় করা হয়েছিল। এই জায়গাটি উচ্চতায় অবস্থিত আর এটি প্যারিসে অবস্থিত বর্তমান মিশন হাউস থেকে ৬০ কিমি দূরে অবস্থিত। কেন্দ্রটি শহরের রেল স্টেশন থেকে দুই কিমি দূরে অবস্থিত। এই জায়গাটি একটি রাশিয়ান পরিবারের ছিল, যারা ঘোড়া ও বৃহৎ পক্ষীদের ব্যবসা করত।

জায়গাটি এত কম মূল্যে পাওয়া কোনও নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই জায়গাটির নাম রাখার সময় ফ্রান্সের আমীর সাহেবকে বলেছিলেন, যখন এটি আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন, অতএব এর নাম রাখুন, 'বায়তুল আতা'।

এই জায়গায় অত্যন্ত প্রশস্ত অট্টালিকা, বাসভবন এবং সভাগৃহ আগে থেকেই নির্মিত আছে, যেগুলির মোট আয়তন ১৪০০ বর্গ মিটার।

একটি বিশালাকারের দুইতল বিশিষ্ট অট্টালিকা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি সভাকক্ষ। মহিলারা নিজেদের সভার আয়োজন, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করে থাকেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

একটি বড় অট্টালিকা রয়েছে যেখানে বেসমেন্ট ছাড়াও তিনটি তল রয়েছে। এর দুই তলে ৯টি গেস্টরুম রয়েছে এবং চারটি স্নানাগার রয়েছে এবং একটি মিটিং রুম রয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি বড় কমিউনিটি কিচেন রয়েছে। বেসমেন্ট এখন ব্যবহৃত হচ্ছে না।

এই বিল্ডিং সংলগ্ন আরেকটি বিল্ডিংয়ে প্রকাশনা বিভাগ এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অফিস, বুক-স্টোর, স্নানাগার এবং ওযু করার জায়গা রয়েছে।

আরও একটি বিল্ডিংয়ে থাকার ঘর রয়েছে। এই বিল্ডিং সংলগ্ন একটি সভাকক্ষকে মসজিদ হিসেবে তৈরী করা হয়েছে, যেখানে চারশর বেশি লোক নামায পড়তে পারে।

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ইমারতের মধ্যবর্তী স্থানকে পাকা মেঝের রূপ দেওয়া হয়েছে, যার উপর একটি ছাউনি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ছাউনির নীচেও প্রয়োজনে তিনশর কাছাকাছি মানুষ নামায পড়তে পারে এবং শতাধিক মানুষ খাবার খেতে পারে।

এই জমিটির দক্ষিণদিকে শস্যক্ষেত এবং উত্তরদিকে এক প্রতিবেশীর বাড়ি রয়েছে। জমিটির পশ্চাতে যেখানে জলসাগাহ রয়েছে, সেখানে বেশ বড় ও ঘন জঙ্গল রয়েছে, যার আয়তন প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ মিটার এবং এর মূল্য এক লক্ষ ইউরো। হুযুর আনোয়ার সেটি ক্রয় করার অনুমোদন দান করেছেন। জামাত আহমদীয়া ফ্রান্স দশ হাজার ইউরো বয়না দিয়ে রেখেছে। যেহেতু এই জঙ্গলের রাস্তা কেবল আমাদের জমিটির সঙ্গেই যুক্ত, আর কেউ যদি জঙ্গল কিনতে চায় তবে আমাদের জমির উপর দিয়েই জঙ্গলে যেতে হবে। তাই এটিও কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে ৬০ কিমি দূরে কেবল সাড়ে ছয় লক্ষ ইউরোতে এত বড় জায়গা কেনা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যেখানে কি না বিশালাকারের একাধিক অট্টালিকা তৈরী হয়ে আছে। এত কম অর্থে তিন চার শয়নকক্ষ বিশিষ্ট বাড়িও পাওয়া যায় না। ১৪ হাজার বর্গমিটার আয়তনের জমিতে বিশালাকার শক্তপোক্ত অট্টালিকা রয়েছে আর রয়েছে সুবিশাল জলসাগাহ। এটি কেবল খোদা তা'লার বিশেষ পুরস্কার যা খিলাফতের কল্যাণে লাভ হয়েছে।

জমিটি কেনার সময় কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার কল্যাণে তা তাৎক্ষনিকভাবে দূরীভূত হয় এবং অবশেষে এই জায়গাটি জামাতের হস্তগত হয়। ২০১৪ সালের ২২শে এপ্রিল এটি জামাতের নামে রেজিস্ট্রি হয়। আলহামদোলিল্লাহ।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব আশফাক রাব্বানী সাহেব এই জায়গা কেনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীর পর একটি বড় জায়গার সন্ধান শুরু হয়। আমরা জানতে পারি যে, একটি এজেন্সিতে পৌনে ছয় একর জমি বিক্রিযোগ্য রয়েছে, যেখানে বিল্ডিংও তৈরী হয়ে আছে। যোগাযোগ করার পর মালিকের কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ইউরোতে দাম ধার্য হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে মঞ্জুরী প্রদানের জন্য লেখা হয়। হুযুর জমিটি কিনে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নিয়ে নিন।

আমরা সত্তর হাজার ইউরো বয়না দিয়ে হস্তান্তরের জন্য আইনী প্রক্রিয়া আরম্ভ করলাম। কোর্ট বিষয়টি জানতে পেরে আমাদেরকে জানায় যে এই মহিলার জন্য এই জায়গা ও বিল্ডিং বিক্রি করার অনুমতি নেই, কারণ সে ব্যাংকের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত। সেই মহিলার কাছে একথার উল্লেখ করলে সে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দেয়। সে জীবজন্তু পালন করত। সে বলল আমি আপনাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিব।

অপরদিকে ব্যাংক আদালতের কাছে নিলামীর অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু আমরা সেই নিলামীতে বসার অনুমতি পাই নি। খোদার মহিমা এমন হল যে, প্রথম নিলামীতে কেউই এল না। যেহেতু দ্বিতীয় নিলামীতে মূল্য হ্রাস করা হয়। তাই জায়গার মালিক একথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল যে মূল্য কম হলে তো হাতে কিছুই আসবে না। অবশেষে সে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বলে, এমনটি হলে আমি কিছুই পাব না। আমার দুই ছোট ছোট সন্তান আছে, স্বামী জেলে আছে। অতএব আদালত আমাকে সাহায্য করুক।

এখন জায়গাটি কেনার ক্ষেত্রে সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। আমি কয়েকজন বুযুর্গকেও দোয়ার জন্য চিঠি লিখলাম। একজন বুযুর্গের পক্ষ থেকে চিঠি পেলাম যাতে লেখা ছিল, আপনি এখন এই দোয়া করুন যে হে আল্লাহ্! খলীফাতুল মসীহ তো বলছেন 'নিয়ে নাও'। কিন্তু এরা দিচ্ছে না। কাজেই এর ফলে দোয়ায় আরও বেদনা সৃষ্টি হল।

একদিন জজ সাহেব সেই মহিলাকে বললেন, আহমদীদের সঙ্গে কথা বল। একথা শুনে সেই মহিলা বলল, আহমদীদের সঙ্গে আমি অনেক দুর্ব্যবহার করেছি। আমি কোন মুখ নিয়ে তাদের কাছে যাব। জজ বললেন, এছাড়া তোমার কাছে কোনও রাস্তাও নেই। এরপর সেই মহিলা একদিন রাতে আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি বলেন, আপনারা এই জায়গাটি 'নিয়ে নিন'। আমি আদালতের সঙ্গে কথা বলেছি।

এরপর একটি নোটিস জারি হয় যে, এই জায়গা আমরা আহমদীদেরকে দিতে চলেছি। যদি কারো আপত্তি থাকে, তবে এক মাসের মধ্যে আদালতে আসুন, অন্যথায় এই জায়গা জামাতকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কারো পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ আসে নি। এরপর আদালত রেজিস্ট্রি করার দিন নির্ধারণ করে দেয়।

দিন ধার্য হওয়ার পর আমরা সেই মহিলাকে রেজিস্ট্রির দিন বাড়ির চাবিগুলি নিয়ে আসতে বলি। কিন্তু সে বলল, আমি দুটি ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাব? একথা শুনে আমরা তাকে ভাড়ায় জায়গা নিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই। আর ভাড়ার টাকা তার জায়গার দাম থেকে কেটে নেওয়া হয়। বাড়ি দেখার পর সে বলতে থাকে বাড়ির রঙ পছন্দ হয় নি। খুদ্দামরা তার পছন্দের রঙও করে দেয়। তার সে বলল মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি নেই। খুদ্দামরা তার মালপত্রও বয়ে নিয়ে আসে।

আমীর সাহেব বলেন, রেজিস্ট্রির দিন স্বাক্ষর হওয়ার সময় আমীর সাহেব বলেন, আমি দোয়া না করে কোনও কাজ করি না। দোয়া করব তারপর স্বাক্ষর করব। এতে সরকারি অফিসার জজ বললেন, এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। আমি বললাম, এই জায়গা দোয়া না করে আমি নিব না। এতে জমির মালিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কেননা তাদেরও অর্থ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এরপর সেই মহিলা আমাকে বারবার ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলছিল, নিয়ে নিন। নিয়ে নিন। দয়া করে নিয়ে নিন। সেই কথাটিই যা হুযুর বলেছিলেন, সেই মহিলা বার বার বলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অফিসের মানুষ এইসব কিছু দেখছিল। তারা আমাকে বললেন, আপনি কি দোয়া করবেন? আমি বললাম, আমি দোয়া করব যে এই জায়গাটি যেন ইসলাম এবং মানবতার জন্য বিরাট কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একথা শুনে জজ বলেন, এমন হলে তো আমিও এই দোয়া করব।

এরপর স্বাক্ষর করে দেওয়া হয়। এবং এই জায়গাটি আইনানুগভাবে জামাতের নামে রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। খোদা তা'লা তাঁর খলীফার মুখ নিঃসৃত কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন এবং এই জায়গাটি আমাদেরকে দান করেছেন। হুযুর আনোয়ার জায়গাটির নাম রাখেন, 'বায়তুল আতা'।

৪ঠা অক্টোবর, ২০১৯

জলসা সালানা ফ্রান্স-এর উদ্বোধন

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া ফ্রান্সের ২৭তম বার্ষিক জলসার আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। অনুষ্ঠান অনুসারে হুযুর আনোয়ার দুপুর ২টায় পতাকা উত্তোলনের জন্য আসেন। হুযুর আনোয়ার জামাত আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন, অপরদিকে জামাত আহমদীয়া ফ্রান্সের আমীর ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর হুযুর দোয়া করান। এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সরাসরি জলসা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। পতাকা উত্তোলনের এই অনুষ্ঠানও এম.টি.এ-র মাধ্যমে সারা বিশ্বে দেখা হয়েছে। এরপর হুযুর আনোয়ার পুরুষ জলসা গাহে জুমআর খুতবা প্রদান করেন, যার জলসার

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 14 May , 2020 Issue No.20

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সূচনা হয়।

নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ফ্রান্সের আমীর সাহেবকে নির্দেশ দেন যে স্টেজের উপর যে ব্যানারগুলি লাগানো আছে, সেগুলির নিচের অংশটুকু নামাযের সময় পর্দা দিয়ে ঢেকে দিন, যাতে দৃষ্টিতে না আসে। ব্যানারে গত বছরের ফ্রান্সের জলসা সালনাকে সচিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। জামাতের নতুন সেন্টার বায়তুল আতার নকশাও ছবির ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছিল।

৫ই অক্টোবর, ২০১৯

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি কালকের জুমআর খুতবায় বলেছিলাম যে বর্তমানে পৃথিবী খুব দ্রুত খোদা তা'লা দূরে সরে যাচ্ছে। বিরাট সংখ্যক মানুষ কেবল ধর্ম থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে না, বরং তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বেরও অস্বীকারকারী। এমন এক পরিবেশে যেখানে বস্তুবাদিতাকেই সব কিছু মনে করা হয়, সেখানে থেকে আমাদের মধ্য থেকেও কিছু মানুষ এই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রবীণ থেকে শুরু করে যুবক ও কিশোররাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব হল আমরা যেন নিজেদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখি, নিজেদেরকেও পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখি এবং নিজেদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার চেষ্টার পাশাপাশি সন্তান-সন্ততিকেও খোদার নিকটবর্তী করার চেষ্টা করি। আমরা যেন নিজেদেরকেও জগতের কলুষতা থেকে রক্ষা করি আর সন্তান-সন্ততিকেও রক্ষা করি। আমরা যেন ছোটদের সামনে এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি যা অনুসরণ করলে তারা ধর্মের পথে চালিত হয়, যা খোদা তা'লার নৈকট্যদানকারী হয়, খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস এনে দেয় এবং খোদার ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালকে সমৃদ্ধ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একদিকে যেমন পুরুষদের দায়িত্ব হল নিজেদের নমুনা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সতর্কভাবে জাগতিক আড়ম্বর থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করা, তেমনি মহিলাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মহিলাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। যদি আমাদের মহিলারা খোদার সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাদের অন্তরে যদি খোদার প্রতি ভীতি থাকে, তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এই পরিবেশে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ওয়াকফে নও-য়ে অনেক মায়েরা নিজেদের সন্তানদের উৎসর্গ করে দেয়, কিন্তু তাদের সঠিক লালন পালনের দায়িত্বও রয়েছে। যদি প্রতিটি শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালনের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে না দেখা হয় , ওয়াকফে নও এবং ওয়াকফ-বিহীন প্রত্যেকের উপর সমান দৃষ্টি না দেওয়া হয় তবে একজনের তরবীয়তের উপর কুপ্রভাব পড়বে অথবা ওয়াকফে নও শিশুটির সঠিক তরবীয়ত হবে না কিম্বা যে শিশুটি ওয়াকফে নও নয় তার সঠিক তরবীয়ত হবে না। কাজেই এমনটি মনে করা উচিত নয় যে কেবল ওয়াকফে নও শিশুটির প্রতি যত্নবান হবেন বা কেবল ছেলেদের যত্ন নেওয়া হবে বা কেবল মেয়েদের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে। অনেক মা কেবল ছেলেদেরকে বেশি গুরুত্ব দেন বা অনেক মা কেবল ছেলেদেরকে বেশি স্নেহ ও আদর দেন আর মেয়েদেরকে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখেন। যদি তরবীয়তের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য থাকে, তবে কোনও একটি সন্তান অবশ্যই বিপথেগামী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পরিবেশে তরবীয়তের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই জন্য তরবীয়তের বিষয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক চিন্তাভাবনা করে নেওয়া উচিত হবে। পুরুষেরা যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করে, আর তাদের কার্যকলাপ সন্তানদের উপর বিশেষ করে ছেলেদের উপর কুপ্রভাব ফেলে, সেক্ষেত্রে পুরুষদেরকেও বোঝান, স্বামীদের প্রতিও দৃষ্টি দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মহিলাদেরকে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নমুনা হওয়া দরকার। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার সাহাবাগণ তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। মহিলা ও পুরুষ উভয়েই এই উত্তম আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। একথা বলা হয় নি যে কেবল পুরুষরাই উত্তম আদর্শ, বরং যে সমস্ত মহিলারা আঁ হযরত (সা.)-এর বয়আত করার সম্মান পেয়েছিলেন, তাঁরাও নিজেদের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, তাঁরাও পবিত্র দৃষ্টান্তের মধ্যে পড়েন। মহিলা সাহাবারা অনুকরণযোগ্য ইবাদতের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। এমন উদাহরণও পাওয়া যায় তাঁরা ইবাদতে নিমগ্ন থেকে রাত কাটাতেন আর দিনের বেলায় রোযা রাখতেন। এরপর তাদের স্বামীকে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে অভিযোগ জানাতে আসতে হয় যে আমাদের স্ত্রীরা রাত্রিব্যাপি ইবাদতে মগ্ন থাকে আর নিজেদের দায়িত্ব পালন ও অধিকার প্রদান থেকে বিরত থাকে। আঁ হযরত (সা.)কে সেই মহিলাদেরকে বোঝাতে হয় যে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর। এত বেশি ইবাদতে নিমগ্ন হয়ে পড়ো না যে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হও, আবার এতবেশি জাগতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না যে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়। আঁ হযরত (সা.) বলেন, মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর। তাই দেখুন এমন বিষয়ে অভিযোগ এসেছে যে আমাদের স্ত্রীরা সব সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকে। সেই পরিবেশ এমন ছিল যা তাদের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। মহিলারা যে অভিযোগ করেছে তা হল তাদের স্বামীরা সারা দিন রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদত করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক সাহাবীয়া এমন আলুথালু বেশ ধারণ করেছিল যেন নিজের শরীরের প্রতি কোনও যত্ন ছিল না। মলিন বসন, মাথায় উসকো খুসকো চুল, আর সে যুগের রীতি অনুযায়ী কোনও সাজসজ্জা ও পরিপাটিও ছিল না। তিনি এলে এমন দশা দেখে আঁ হযরত (সা.) -এর এক সহধর্মীণি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, নিজের একি দশা করেছেন আপনি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি সাজসজ্জা ও পরিপাটি কার জন্য করব? আমার স্বামী তো রাতে ইবাদত করে আর দিনে রোযা রাখে। আমার প্রতি তাঁর কোনও মনোযোগ নেই, দৃষ্টিই দেয় না। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.)-এর স্ত্রী আঁ হযরত (সা.) এর সমীপে নিবেদন করলেন, অমুকের স্ত্রীর এমন অবস্থা। সে নিজের স্বামীর সম্পর্কে বলছিল যে স্বামী তার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় না। রোযা ও ইবাদতেই নিমগ্ন থাকে। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। তিনি (সা.) বললেন, আমি তোমার থেকে বেশি আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন। আমি রোযাও রাখি, আবার ছেড়েও দিই, সন্তানদের অধিকারও প্রদান করি, স্ত্রীদের অধিকারও দিয়ে থাকি আর সমাজের অধিকারও দিয়ে থাকি। অতএব নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার দাও।' যে সাহাবীয়া অগোছালো ছিল কিছুদিন পূর্বে, সেই তিনিই যখন কিছু কাল পর পুনরায় আঁ হযরত (সা.)-এর সহধর্মীণির কাছে এলেন, তখন তিনি বেশ সাজসজ্জা ও পরিপাটি করে এবং সুগন্ধি লাগিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, বেশ সেজে তৈরী হয়ে এসেছ। কি ব্যাপার? সেই সাহাবীয়া উত্তর দিলেন, এজন্য যে আঁ হযরত (সা.)-এর কথায় আমার স্বামী আমার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। (ক্রমশ....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir